।।ওতম্।।
অথ গোকরুণানিধিঃ
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী
প্রকাশক ঃ
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

।।ওতম্।।

অথ গোকরুণানিধিঃ

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

গবাদি পশুসমূহের রক্ষাদ্বারা সকল প্রাণীর সুখের জন্য বিদ্বানগণের সম্মতি অনুসারে মুল গ্রন্থখানি আর্য্য (হিন্দী) ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহার প্রচার এইভাবে চলিলে সংসারের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

ঃঃ অনুবাদক ঃঃ

শ্রী দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী

ঃঃ সম্পাদক ঃঃ

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা-৬

বিক্রমাব্দ - ২০৬৯ **মূল্য - ৬ টাকা**

প্রকাশক ঃ
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২৪১-৪৫৮৩

প্রেরণায় ঃ
শ্রী আনন্দ কুমার আর্য (প্রধান)
শ্রী দীনদযাল গুপ্ত (মহামন্ত্রী)

অক্ষর বিন্যাস ঃ
বাবলু দূবে

মুদ্রণে ঃ
তারক পাল
সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা

ওওম্

নমো নমঃ সর্বশক্তিমতে জগদীশ্বরায়

গোকরুণানিধিঃ

—ঃ—

ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি। শন্নো অস্তু দ্বিপদে
শং চতুষ্পদে।।যজুঃঅ০৩৬।মং০৮

ভূমিকা

তনোতু সর্বেশ্বর উত্তমস্বলং গবাদিরক্ষং বিবিধং দয়েরিতঃ।
অশেষ বিঘ্নানি নিহত্য নঃ প্রভুঃ সহায়কারী বিদধাতু গোহিতম্।।১।।
য়ে গোসুখং সম্যগুশন্তি ধীরাস্তে ধর্মজং সৌখ্যমথাদদন্তে।
ক্রূরা নরাঃ পাপরতা ন য়ন্তি প্রজ্ঞাবিহীনাঃ পশুহিংসকাস্তৎ।।২।।

ঈশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বভাব, অভিপ্রায়, সৃষ্টিক্রম, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও আপ্ত পুরুষগণের আচরণের অনুকূলে থাকিয়া যাঁহারা সারা সংসারের সুখ বিধান করেন সেই ধর্মাত্মা বিদ্বানেরাই ধন্য। কিন্তু যাঁহারা ইহার বিপরীত রূপে স্বার্থপর ও নির্দয় হইয়া জগতের ক্ষতি করিতে প্রস্তুত তাঁহারা ধিক্কারের পাত্র। যাঁহারা নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সকলের হিতের জন্য স্বীয় তনু মন ও ধন অর্পণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই পূজার পাত্র কিন্তু যাঁহারা শুধু স্বীয় লাভেই সন্তুষ্ট থাকিয়া অপরের সুখ নাশ করে তাঁহারা তিরস্কারের পাত্র। নিজে সুখ ও দুঃখের অনুভব করে না, সৃষ্টিতে এমন মনুষ্য কে আছে ? কন্ঠ ছেদন করিলে বা রক্ষা করিলে দুঃখের বা সুখের অনুভব হয় না, এমন মনুষ্য আছে কি ? যদি লাভে ও সুখে সকলের আনন্দ হয় তবে

বিনা অপরাধে কোন প্রাণীকে হত্যা করিয়া নিজের অঙ্গ পুষ্টি করা সৎপুরুষদের নিকট নিন্দনীয় কর্ম রূপে গণ্য হইবে না কেন ? সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর জগতে মনুষ্যগণের আত্মাতে স্বীয় দয়া ও ন্যায় প্রকাশিত করুন যাহাতে তাঁহারা দয়া ও ন্যায়যুক্ত হইয়া সর্বদা বিশ্বহিতকর কার্য্য করিতে পারেন এবং স্বার্থবশতঃ পক্ষপাতযুক্ত হইয়া কৃপার পাত্র গবাদি পশুগণের বিনাশ সাধন না করেন। এরূপ হইলে দুগ্ধাদি পদার্থ ও কৃষিকর্মাদিতে সফলতা লাভ করিয়া সকল মনুষ্য আনন্দে থাকিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের কোন অংশ অধিক, অল্প বা যুক্তিহীন লিখিত হইলে তাহা সুধিগণ যেন এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যের অনুকুল রূপে গ্রহণ করেন। বক্তার বাক্য ও গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় ঠিক ঠিক বুঝিয়া নেওয়াই ধার্মিক ও বিদ্বানদের কর্ত্তব্য। যাহাতে গবাদি পশুকে যথাশক্তি রক্ষা করা যায় এবং যাহাতে তাহাদের রক্ষা করিলে দুগ্ধ, ঘৃত ও কৃষিকর্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সকলেরই সুখের বৃদ্ধি হয় সেই জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পরমাত্মা কৃপা করুন, যেন শীঘ্রই এই অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। এই গ্রন্থের তিনটি প্রকরণ প্রথম সমীক্ষা, দ্বিতীয় নিয়ম ও তৃতীয় উপনিয়ম। এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়া ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া রাজা ও প্রজা উভয়ে যথাযথ ভাবে কার্য্য করুন যাহাতে উভয়েরই সুখ বৃদ্ধি হয়।

ইতি ভূমিকা

অথ সমীক্ষা প্রকরণম্

গো কৃষ্যাদি রক্ষিণী সভা

এই সভার নাম "গো-কৃষ্যাদি রক্ষিণী সভা" এই জন্য রাখা হইয়াছে যাহাতে গবাদি পশু ও কৃষ্যাদি কর্মের রক্ষা ও বৃদ্ধির ফলে মনুষ্যাদি প্রাণী সর্ব প্রকারের সুখ লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত সুখ মনুষ্য কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর এই সৃষ্টিতে যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছেন তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে বরং এক এক বস্তুকে তিনি বহুবিধ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রচনা করিয়াছেন। এই জন্য বস্তু হইতে প্রয়োজন সিদ্ধি করাই ন্যায় এবং বিপরীত কার্য্যই অন্যায়। যেমন এই নেত্রকে যে উদ্দেশ্যে রচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই সকলের কর্ত্তব্য। নতুবা নেত্রের পূর্ণ প্রয়োজন সিদ্ধ না করিয়াই মধ্য পথে তাহা বিনষ্ট করা উচিত নহে। যে যে প্রয়োজনে পরমাত্মা যে যে পদার্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সেই পদার্থ হইতে সেই সেই প্রয়োজন সিদ্ধি না করিয়া সে সকলকে প্রথমেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়া সজ্জনগণের বিচারে কুকর্ম নহে কি ? পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া দেখিতে হইবে গব্যাদি পশু ও কৃষ্যাদি কর্ম্ম হইতে সকল সংসারের অগণিত সুখ লাভ হয় কি না। যেমন দুই ও দুই চার হয় তেমনই সত্যবিদ্যা দ্বারা যে যে বিষয় জানা যায় তাহার অন্যথা কখনও হইতে পারে না।

যদি একটি গরু ন্যূনকল্পে দুই সের দুগ্ধ দেয় এবং অন্য আর একটি গরু বিশ সের দুগ্ধ দেয় তবে প্রত্যেক গরু যে গড়ে এগার সের দুগ্ধ দেয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই হিসাবে

প্রতি গরু এক মাসে (৮/১০) সওয়া আট মন দুগ্ধ দিয়া থাকে। একটি গরু ন্যূনকল্পে ছয় মাস ও অন্য আর একটি গরু ন্যূনকল্পে ১৮ মাস পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। তাহা হইলে প্রতি গরুর গড়ে বার মাস দুগ্ধ হয়। এই পরিমাণের দুগ্ধ জ্বাল দিয়া প্রতি সেরে এক ছটাক চাউল ও দেড় ছটাক চিনি দিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া খাইলে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দুই সের দুগ্ধের পরমান্ন যথেষ্ট হয়। ইহাও গড় পরিমাণের হিসাব। কেহ দুই সের দুগ্ধের অধিক পরমান্ন খাইবে এবং কেহ কম খাইবে। এই হিসাবে একটি প্রসুতা গাভীর দুগ্ধে (১৯৮০) এক হাজার নয় শত আশি ব্যক্তি একবার তৃপ্ত হইতে পারে। গাভী কম পক্ষে আট বার ও অধিক পক্ষে আঠার বার সন্তান প্রসব করে। ইহার গড় পরিমাণে তের বার হয়। তাহা হইলে (২৫৭৪০) পঁচিশ হাজার সাত শত চল্লিশ ব্যক্তি একটি গাভীর সারা জীবনের এক তৃতীয়াংশের দুগ্ধে একবার তৃপ্ত হইতে পারে। এই গাভীর প্রথম বংশে যদি ছয়টি বক্না বাছুর ও সাতটি এঁড়ে বাছুর হয় এবং যদি রোগাদি হেতু একটির মৃত্যু হয় তবুও বারটি বাছুর থাকিবে। উক্ত ছয়টি বক্না বাছুর ভবিষ্যতে যে দুগ্ধ দিবে তাহাতে উক্ত প্রকারে (১৫৪৪৪০) এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চার শত চল্লিশ ব্যক্তির পোষণ হইতে পারে, বাকী রহিল ছয়টি এঁড়ে বাছুর। তাহাদের মধ্যে প্রতি জোড়ায় দুইটি করিয়া এঁড়ে হইলে প্রতি বৎসর (২০০/০) দুই শত মণ চাউল উৎপন্ন হইতে পারে। এই ভাবে তিন জোড়া এঁড়ে (৬০০/০) ছয় শত মণ চাউল উৎপন্ন করিতে

গাভীর জীবনে যতদিন প্রসব না করে ততদিন জীবনের প্রথম অংশ, যতদিন প্রসব করিতে থাকে ততদিন দ্বিতীয় অংশ ও প্রসব করা বন্ধ হইবার পর মৃত্যু পর্যন্ত তৃতীয় অংশ—অনুবাদক।

পারে। ইহাদের জীবনের উপযোগী অংশ মধ্য ভাগের আট বৎসর। এই হিসাবে এক জন্মে তিন জোড়া এঁড়ে গরুতে (৪৮০০/০) মণ চাউলে (২৫৬০০০) দুই লক্ষ ছাপান্ন হাজার মনুষ্য একবার ভাত খাইতে পারে। দুগ্ধ ও অন্ন এক সঙ্গে যোগ করিয়া দেখিলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে (৪১০৪৪০) চার লক্ষ দশ হাজার চার শত চল্লিশ ব্যক্তির একবারের ভোজন ও পোষণ একটি গাভীর দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। এখন ছয়টি গাভীর বংশ পরম্পরার হিসাব কষিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের দ্বারা অসংখ্য মানুষের ভরণ পোষণ হইতে পারে। ইহার মাংস দ্বারা কেবল আশী জন মাংসাহারী একবার তৃপ্ত হইতে পারে। দেখিতে হইবে সামান্য লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বধ করিয়া অসংখ্য মনুষ্যের ক্ষতি করা মহাপাপ কিনা।

যদিও গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ কিছু বেশী হয় এবং মহিষ অপেক্ষা বলদ কিছু কম উপকার করে তথাপি গরুর দুগ্ধ ও বলদ হইতে মনুষ্য যতটা সুখ লাভ করে মহিষের দুগ্ধে ও মহিষ হইতে ততটা হয় না। কেননা, আরোগ্যকর ও বুদ্ধি বর্দ্ধকাদি গুণ গরুর দুগ্ধে ও বলদে যতটা আছে ততটা মহিষের দুগ্ধে ও মহিষাদিতে থাকিতে পারে না। এই জন্য আর্য্যগণ গরুকেই সর্বোত্তম পশু বলিয়া মানিয়াছে।

উষ্ট্রের দুগ্ধ গরুর ও মহিষের দুগ্ধের অপেক্ষাও পরিমাণে বেশী হয় তবুও ইহার দুগ্ধ গরুর দুগ্ধের ন্যায় নহে। ভার বহন করিয়া শীঘ্র পৌঁছাইবার জন্য উষ্ট্র ও উষ্ট্রীর গুণ প্রশংসনীয়।

একটি ছাগী ন্যূনকল্পে একসের ও অধিক পক্ষে পাঁচ সের দুগ্ধ দেয়। গড় পরিমাণে প্রত্যেকটি ছাগী তিন সের করিয়া দুগ্ধ

দেয়, ইহারা কমপক্ষে তিন মাস ও অধিক পক্ষে পাঁচ মাস পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। এই ভাবে গড় পরিমাণে প্রত্যেক ছাগীর দুগ্ধ দেওয়ার সময় চার মাস। ছাগী একমাসে (২/১০) সওয়া দুই মণ ও চার মাসে ৯।০ নয় মণ দুগ্ধ দেয়। পুর্বোক্ত প্রকারে এই দুগ্ধে ১৮০ এক শত আশী ব্যক্তির তৃপ্তি হয়। প্রত্যেক ছাগী বৎসরে দুইবার সন্তান প্রসব করে। এই হিসাবে প্রতি বর্ষে প্রত্যেক ছাগীর দুগ্ধ (৩৬০) তিন শত ষাট ব্যক্তি একবার পান করিয়া তৃপ্ত হয়। কোন ছাগী কমপক্ষে চারি বৎসর ও কোন ছাগী অধিক পক্ষে আট বৎসর ধরিয়া সন্তান প্রসব করে। ইহার গড় পরিমাণ হইলে ছয় বৎসর। সুতরাং সারা জীবনের দুগ্ধে (২১৬০) দুই হাজার একশত ষাট ব্যক্তি একবার পান করিয়া পুষ্টি লাভ করে। তাহার ছাগ বৎস ও ছাগী বৎসও ২৪ হইবে, কেননা কোন ছাগী বৎসরে কম পক্ষে একটি ও কোন ছাগী অধিক পক্ষে তিনটি করিয়া সন্তান প্রসব করে। ইহাদের মধ্যে দুইটি বৎসের অকাল মৃত্যু হয় মনে করা যাউক। এখন বাকী রহিল বাইশটি বৎস। ইহাদের বারটি ছাগীর দুগ্ধে ২৫৮২০ পঁচিশ হাজার আট শত বিশ ব্যক্তির এক দিন পোষণ হইতে পারে। ছাগ ও ভারবহনের কার্য্যে খুবই উপযোগী ছাগ ছাগী ও ভেড়া ভেড়ীর লোম নির্মিত বস্ত্রে মনুষ্যের অত্যধিক সুখ লাভ হয়। ভেড়ীর দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত পরিমাণে কম হইলেও ছাগীর দুগ্ধ অপেক্ষা ভেড়ীর দুগ্ধে বল বেশী হয় ও ঘৃতও বেশী হয়। এই ভাবে অন্য যে সব পশু দুগ্ধ দেয় তাহাদের দুগ্ধ হইতেও বহুবিধ সুখলাভ হয়। যেমন উষ্ট্র ও উষ্ট্রী হইতে কার্য্য উপকার পাওয়া যায় ঠিক সেইরূপ অশ্ব, অশ্বী, হস্তী, ও হস্তিনী হইতেও অনেক সিদ্ধ হয়। এই ভাবে

শূকর, কুকুর, মোরগ, মুরগী ও ময়ূরাদি পক্ষী হইতেও অনেক উপকার হয়। কোন ব্যক্তি যদি হরিণ ও সিংহাদি পশু এবং ময়ূরাদি পক্ষী হইতে উপকার লইতে ইচ্ছা করে তবে সে লইতে পারে। কিন্তু সকলের পালন পোষণ উত্তরোত্তর সময়ানুকূল হওয়া চাই। অধুনা পরমোপকারী গবাদি পশুকে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। দুইপ্রকারে মনুষ্যগণের প্রাণরক্ষা, জীবন, সুখ, বিদ্যা, বল ও পুরুষকারাদির বৃদ্ধি হয়। প্রথম অন্নপান, দ্বিতীয় আচ্ছাদন। তন্মধ্যে প্রথমটির অভাবে মনুষ্যগণের সর্বথা বিনাশ ও দ্বিতীয়টির অভাবে বহুবিধ পীড়া হয়। দেখুন, পশু অসার তৃণ, লতা, পাতা, ফল, ফুলাদি ভক্ষণ করে কিন্তু সার দুগ্ধাদি অমৃতরূপী রত্ন দান করে। লাঙ্গল চালাইয়া ও গাড়ী বহন করিয়া বহুবিধ খাদ্য পদার্থ উৎপন্ন করে এবং সে সকলের বুদ্ধি বল, পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়া আরোগ্য দান করে। সে পুত্র, কন্যা মিত্রগণের ন্যায় মানুষের সহিত বিশ্বাস ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করে। তাহাকে যেখানে বাঁধ সে সেখানেই বাঁধা থাকিবে যেদিকে চালাও সেদিকেই চলিবে, যেখানে হইতে সরাইবে সেখান হইতেই সরিয়া যাইবে, দেখিলে বা ডাকিলে নিকটে চলিয়া আসে। যখন সে ব্যাঘ্রাদি পশু বা ঘাতককে দেখে, আত্মরক্ষার জন্য সে নিজের প্রতিপালকের নিকট দৌড়াইয়া আসে, কেন না সে তাহার রক্ষা করিবে।

যাহার মৃত্যুর পর চর্মও কন্টকাদি হইতে রক্ষা করে, জঙ্গলে চরিয়া নিজের বৎস ও প্রভুকে দুগ্ধ দানের জন্য যথাস্থানে যথাসময়ে চলিয়া আসে, নিজের প্রভুর রক্ষার জন্য শরীর ও মন লাগাইয়া দেয়, যাহার যথা সর্বস্ব রাজা প্রজা সকল মনুষ্যের

জন্যই অর্পিত, এইরূপ শুভগুণযুক্ত, সুখকারী পশুর গলায় ছুরি দিয়া যাহারা নিজের উদর পুরণ করে ও সংসারের ক্ষতি করে, সংসারে তাহাদের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসঘাতক, অপকারী, দুঃখদায়ী ও পাপী আর কে আছে ? এই জন্য যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্রেই পরমাত্মা আদেশ করিতেছেন ''অঘ্ন্যাঃ+য়জমানস্য পশূন্ পাহি''০ হে পুরুষ ! তুমি এই সব পশুকে কখনও হত্যা করিবে না এবং যজমানের অর্থাৎ সকলের সুখদাতা মনুষ্যদের পশুগণকে রক্ষা করিও। ইহাতে তুমিও পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবে। এই জন্যই ব্রহ্মা হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্য্যগণ পশু হিংসাকে পাপ ও অধর্ম মনে করে। ইহাদের রক্ষা করিলে খাদ্য পদার্থও দুর্মূল্য হয় না। দুগ্ধের আধিক্য বশতঃ দরিদ্রদের পানাহারে দুগ্ধ থাকিলে তাহারাও অন্ন কম খাইবে। অন্ন কম খাইলে মলও কম হইবে। মল কম হইলে দুর্গন্ধও কম হয়। দুর্গন্ধ কম হইলে বায়ু এবং বৃষ্টি জল ও বিশেষ ভাবে শুদ্ধ থাকে। ইহাতে রোগ কম হওয়ায় সকলের সুখ বৃদ্ধি হয়।

ইহাতে প্রমাণিত হইলে যে গবাদি পশুর বিনাশ হইলে রাজা এবং প্রজার ও বিনাশ হয়। কারণ, পশুর সংখ্যা হ্রাস পাইলে দুগ্ধাদি পদার্থ এবং কৃষি কার্য্যাদিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দেখ, এই জন্যই যে মূল্যে যে পরিমাণ দুগ্ধ ঘৃতাদি পদার্থ ও বৃষাদি পশু ৭০০ সাত শত বৎসর পুর্বে পাওয়া যাইত সেই পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃতাদি পদার্থ ও বৃষাদি পশু আজ কাল দশ গুণ মূল্যেও পাওয়া যায় না। কারণ গত ৭০০ সাত শত বৎসরের মধ্যে এই দেশে গবাদি পশুর হন্তা মাংসাহারী বিদেশী বহু সংখ্যায় আসিয়া

বাস করিয়াছে। তাহারা ঐ সব সর্বহিতকারী পশুর হাড় মাংস পর্য্যন্তও ছাড়ে না। "নষ্টে মূলে নৈব পত্রং ন পুষ্পম্" । কারণের নাশ করিয়া দিলে কার্য্যের নাশ কেন হইবে না। হে মাংসাহারী মনুষ্যগণ। যখন কিছু কাল পরে পশু মাংস পাওয়া যাইবে না তখন নর মাংসও কি ছাড়িবে না ? হে পরমেশ্বর । বিনাপরাধে যে পশুকে হত্যা করা হয় তুমি তাহাদের প্রতি কি দয়া কর না ? তাহাদের প্রতি কি তোমার প্রীতি নাই। তাহাদের জন্য কি তোমার ন্যায়সভা বন্ধ হইয়া গিয়াছে ? এই মাংসাহারীদের আত্মাতে দয়া প্রকট করিয়া যাহাতে তাহারা অসৎকার্য্য হইতে রক্ষা পায় এ জন্য নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, স্বার্থপরতা ও মুর্খতাদি দোষকে তুমি কেন দূর কর না ?

---

০ যজুর্বেদ অ০১ ।ম০১ । ।

অথ সমীক্ষায়াং হিংসক রক্ষক সংবাদঃ

হিংসক—ঈশ্বর মানুষের জন্য সকল পশু আদি সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন এবং মনুষ্য তাঁহাকে ভক্তি করিবে। সুতরাং মাংস তাহার দোষ হইতে পারে না।

রক্ষক—ভাই ! শুন, যে ঈশ্বর তোমার শরীর রচনা করিয়াছেন, তিনিই কি পশু আদির শরীর রচনা করেন নাই ? যদি তুমি বল আমাদের আহারের জন্য পশু সৃষ্ট হইয়াছে তবে আমি বলিতে পারি হিংসক পশুদের জন্য তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা তোমার চিত্ত যেমন তাহাদের মাংসের দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনই সিংহ, গৃধ্রাদির চিত্তও তোমার মাংসের দিকে আকৃষ্ট হয়। তবে তাহাদের জন্য তুমি কেন সৃষ্ট হও নাই ?

হিংসক—দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যের দাঁতকে কেমন মাংসাহারী পশুদের মত তীক্ষ্ম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্য আমার মনে হয় মনুষ্যদের মাংস খাওয়া উচিত।

রক্ষক—যে ব্যাঘ্রাদি পশুদের দাঁতের দৃষ্টান্ত দিয়া নিজেকে প্রমাণিত পক্ষ করিতে চাহিতেছ, তুমি কি তাহাদেরই তুল্য ? দেখ তুমি মানুষ জাতি, তাহারা পশু জাতি, তুমি দ্বিপদ, তাহারা চতুষ্পদ। তুমি বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সত্যাসত্যের বিবেক জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহারা তাহা পারে না। তোমার এরূপ দৃষ্টান্তও ঠিক নহে। যদি দাঁতের দৃষ্টান্ত লও তবে বানরের দাঁতের দৃষ্টান্ত লও না কেন ? দেখ বানরের দাঁত সিংহ ও মার্জারাদিরই তুল্য কিন্তু বানরেরা মাংস খায় না। মনুষ্যের ও বানরের আকৃতির মধ্যেও বহু সমতা আছে। মনুষ্যদের যেমন হস্ত, পদ ও নখাদি আছে, বানরেরও সেই রূপই আছে। এ জন্য

পরমেশ্বর দৃষ্টান্ত দ্বারা মনুষ্যকে উপদেশ দিয়াছেন – যেমন বানর কখনও মাংস খায় না এবং ফলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ তোমরাও কর। মনুষ্যের সহিত বানরের দৃষ্টান্ত যেরূপ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মরূপে খাটে, অন্য কাহারও সহিত সেরূপ খাটে না। এজন্য মাংসাহার সর্বথা পরিত্যাগ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

হিংসক–দেখ, মাংসাহারী পশু ও মনুষ্যেরা বলবান্ হয় এবং যাহারা মাংস খায় না তাহারা দুর্বল হয়। এইজন্য মাংস খাওয়া উচিত।

রক্ষক–কেন অল্পবুদ্ধিদের কথা বিশ্বাস করিয়া একটু চিন্তাও করনা ? দেখ, সিংহ মাংস খায় কিন্তু শূকর ও বন্য মহিষ কখনও মাংস খায় না। সিংহ একদল মনুষ্যের উপর পতিত হইলে এক বা দুই জন মনুষ্যকে হত্যা করে কিন্তু বন্য বরাহ বা মহিষ যদি মনুষ্য দলের উপর পতিত হয় তবে বহু বাহন ও মনুষ্যকে হত্যা করে এবং বহু গুলি, বর্ষা ও তরবারি আদির আঘাতেও শীঘ্র ভূপাতিত হয় না। সিংহ তাহাদের ভয়ে দূরে পলায়ন করে কিন্তু তাহারা সিংহকে ভয় করে না। যদি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে এক মাংসাহারীর সহিত মথুরায় দুগ্ধ ঘৃত অন্নহারী মল্লচৌবের বাহুযুদ্ধ হউক। অনুমান করি চৌবে মাংসাহারীকে ভূপতিত করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়াই বসিবে। পুনরায় পরীক্ষা হইবে – কা কা আহার করিলে বল হ্রাস বৃদ্ধি পায়। আচ্ছা একটু চিন্তা করিয়া দেখ, ছোবড়া খাইলেই বেশী বল হয় না, রস বা সার খাইলে বেশী বল হয়। মাংস ছোবড়ার সমান এবং দুগ্ধ-ঘৃত সার রসের সমান, ইহাকে ঠিক ভাবে খাইলে অধিক গুণ ও বল লাভ হয়। তবে মাংস খাওয়া নিরর্থক, হানিকারক, অন্যায়, অধর্ম্ম ও দুষ্টকর্ম্ম কেন নয় ?

হিংসক—যে দেশে মাংস ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না সেখানে বা আপৎকালে বা রোগ নিবৃত্তির জন্য মাংস খাইলে দোষ হয় না।

রক্ষক—আপনার এরূপ উক্তি নিরর্থক। কারণ যেখানে মানুষ বাস করে সেখানে মাটি অবশ্যই আছে। যেখানে মাটি আছে, সেখানে কৃষি বা ফল পুষ্পাদি জন্মেই। যেখানে কিছুই জন্মেনা সেখানে মানুষও থাকিতে পারে না। যেখানে ভূমি অনুর্ব্বর সেখানে মিষ্ট জল, ফলাদি ভোজ্য পদার্থ না হওয়ায় মনুষ্যের পক্ষে বাস করাও দুর্ঘট। আপৎকালে মনুষ্য অন্য উপায়ে জীবন নির্বাহ করিতে পারে, যেমন মাংস খায় না তাহারা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করে। মাংস ব্যতীত রোগনিবারণ ঠিকভাবে ঔষধি দ্বারাও হয়। অতএব মাংস খাওয়া ভাল নহে।

হিংসক—যদি কেহ মাংস না খায় তবে পশুর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইবে যে পৃথিবীতে আর ধরিবে না। পশুর মাংস খাইতে হইবে বলিয়াই ঈশ্বর তাহাকে বেশী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে মাংস খাইতে হইবে না কেন ?

রক্ষক—বাঃ বাঃ! আপনার বুদ্ধির এইরূপ বিপর্য্যয় আপনার মাংসাহার বশতঃই হয়ত হইয়াছে। দেখুন, মনুষ্যের মাংস ত কেহ খায় না তবে ইহা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় নাই কেন ? পশুর সংখ্যা এইজন্যই অধিক কেননা একজন মনুষ্যের ভরণ পোষণের জন্য বহু পশুর প্রয়োজন হয়। এই জন্য ঈশ্বর পশুকে বেশী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

হিংসক—আপনি যত উত্তরই দিয়াছেন সবই ব্যবহারিক জগতের কিন্তু পশুকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে অধর্ম হয় না। যদি অধর্ম হয় তবে হয়ত আপনার হয় কারণ আপনার মতে পশুহত্যা নিষিদ্ধ। অতএব আপনি মাংস ভক্ষণ

করিবেন না আমি মাংস ভক্ষণ করিব কারণ আমার মতে মাংস ভক্ষণ অধর্ম হয় না।

রক্ষক—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ধর্ম ও অধর্ম ব্যবহারেই হয়, না অন্যত্র ? ধর্মাধর্ম ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু তুমি এরূপ সিদ্ধ করিতে পারিবে না। যে যে ব্যবহারে অন্যের হানি হয় তাহাকে বলে অধর্ম এবং যে যে ব্যবহারে অন্যের উপকার হয় তাহাকে ধর্ম বলে। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের সুখকারক ও উপকারী পশুকে হত্যা করিলে তাহা অধর্ম ও তাহাকে রক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের সুখদান করিলে তাহা ধর্ম বলিয়া কেন মানিবে না ? দেখুন, চুরি ব্যাভিচারাদি কর্ম্ম এই জন্যই অধর্ম যে ইহাদ্বারা অপরের হানি হয়। নতুবা ধনাদিদ্বারা ইহার মালিক যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ করে চোরেরাও তাহা দ্বারা সেই সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। অতএব ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, যে কর্ম্ম জগতে হানি করে তাহাকে অধর্ম এবং যে কর্ম উপকার জনক তাহাকে ধর্ম বলে। যদি এক ব্যক্তির হানি করিতে চৌর্য্যাদি কর্ম্ম পাপ বলিয়া গণ্য হয় তবে গবাদি পশুকে হত্যা করিয়া বহুলোকের হানি করা মহাপাপ বলিয়া কেন গণ্য হইবে না ? দেখুন, মাংসাহারী মনুষ্যদের মধ্যে দয়াদি উৎকৃষ্ট গুণ জন্মিতেই পারে না বরং তাহারা স্বার্থবশে অপরের ক্ষতি করিয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধিতেই সর্বদা লিপ্ত থাকে। মাংসাহারী কোন হৃষ্ট-পুষ্ট পশুকে দেখা মাত্রই মনে করে ইহার মাংস অধিক, ইহাকে হত্যা করিয়া খাইলে ভাল হয়। কিন্তু যে মাংস খায় না সে ইহাকে দেখিলেই আনন্দ পায় কেননা সে পশু আনন্দে আছে। সিংহাদি মাংসাহারী পশু যেমন অন্যের উপকার করেই না বরং নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের প্রাণ হরণ করিয়া তাহার মাংস খায় ও খুব প্রসন্ন হয় সেইরূপ মাংসাহারী মনুষ্য হয়।

অতএব মাংস ভক্ষণ করা কোন মনুষ্যের পক্ষেই উচিত নহে।

হিংসক—আচ্ছা যদি তাই হয় তবে পশু যতক্ষণ কর্মের উপযোগী থাকে ততক্ষণ তাহার মাংস ভক্ষণ করা উচিত নহে কিন্তু যখন বৃদ্ধ হইবে বা মরিবে তখন তাহার মাংস খাইলে কোনই দোষ হয় না।

রক্ষক—উপকারী মাতা পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় হত্যা করিয়া তাঁহাদের মাংস ভক্ষণ করিলে যে দোষ হয় সেই দোষ ঐসব পশুদের সেবা না করিয়া তাহাদের হত্যা করিলে হয়। যদি পশুর মরার পর কেহ তাহাদের মাংস খায় তবে তাহার স্বভাব মাংসাহারী হইবে এবং হিংসক রূপে হিংসাত্মক পাপ হইতে কখনও সে রক্ষা পাইবে না। অতএব কোন অবস্থাতেই মাংস ভক্ষণ করিবে না।

হিংসক—যে সব পশু পক্ষী বনে জঙ্গলে থাকে তাহাদের দ্বারা কোন মনুষ্যেরই উপকার হয় না বরং হানিই হয় তাহাদের মাংস ভক্ষণ করা উচিত কিনা ?

রক্ষক—না, উচিত নহে। কেননা, তাহাদের দ্বারাও উপকার হইতে পারে। দেশে (১০০) একশত মেথর যত শুদ্ধি কার্য করে একটি শূকর বা মুর্গী তদপেক্ষা বেশী করে এবং ময়ুরাদি পক্ষী মনুষ্যকে সর্পাদি হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃত উপকার করে। বন্য পশু পক্ষীরাই বন্য মাংসাহারী পশুদের খাদ্য, মনুষ্যদের খাদ্য ও পানীয়কে অন্য কেহ ভোজন ও পান করিলে তাহাদের পক্ষে যতটা অপকার হয়, বন্য মাংসাহারী পশুদের খাদ্য ও মনুষ্য ভক্ষণ করিলে পশুদের পক্ষে ততটা অপকার হয়। সিংহাদি বন্যপশু হইতেও বিদ্যা ও বিচার শক্তি বলে উপকার গ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বারাও অনেক লাভ হইতে পারে। এই জন্য মাংসাহার সর্বদা নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ।

যাহাদের দুগ্ধাদি পদার্থ পানাহারে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে মাতাপিতার ন্যায় আদর যত্ন কেন করা হইবেনা ? ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতেও জানা যায় মনুষ্যের অপেক্ষা পশু পক্ষীদের সংখ্যা বেশী হইলেই মনুষ্যের কল্যাণ। ঈশ্বর মনুষ্যের খাদ্য পানীয় পদার্থ অপেক্ষা ও পশু পক্ষীদের খাদ্য পানীয় পদার্থ বৃক্ষ তৃণ পুষ্প ফলাদি অধিক রচনা করিয়াছেন। ঐসব পদার্থকে কেহ বপনও করে না তাহাতে কেহ জল সিঞ্চন ও করে না, উহা স্বভাবতওই পৃথিবীর উপর উৎপন্ন হয় এবং সেখানে বৃষ্টিও হয়। অতএব মনে করিতে হইবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পশুদের হত্যা নহে, বরং তাহাদের রক্ষা করা।

হিংসক—যে মনুষ্য পশুকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহার পাপ হয় কিন্তু যাহারা বিক্রেয় মাংস মূল্য দ্বারা কিনিয়া লয় কিংবা ভৈরব, চামুণ্ডা, দুর্গা বা যক্ষ, বামমার্গ অথবা যজ্ঞাদির রীতি অনুসারে নিবেদন ও সমর্পণ করিয়া ভক্ষণ করে তাহাদের পক্ষে পাপ হয় না কারণ তাহারা বিধি অনুসারে ভক্ষণ করে।

রক্ষক—যদি কেহ মাংস না খাইত, না খাইবার উপদেশ ও অনুমতি না দিত তবে পশু হত্যা কখনও হইত না কারণ এই কার্য্য প্ররোচনা, লাভ ও ক্রয় বিক্রয় না হইলে প্রাণী হত্যা বন্ধ হইয়াই যাইত এ বিষয়ে প্রমাণও আছে ঃ–

অনু মন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয় বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকান্।

(মনু অ০৫। শ্লো ৫১)

অর্থ—যে অনুমতি (হত্যার পরামর্শ) দেয়, যে মাংস কাটে, যে পশু হত্যা করে, যে পশুকে হত্যার জন্য লইয়া যায় ও বিক্রয় করে, যে মাংস রন্ধন করে, যে মাংস পরিবেশন করে

ও যে মাংস ভক্ষণ করে সেই ৮ আট ব্যক্তিই ঘাতক হিংসক অর্থাৎ ইহারা সকলেই পাপী। ভৈরবাদির জন্য ও মাংস ভক্ষণ, পশু হত্যা বা অন্যের দ্বারা পশু হত্যা করান মহাপাপ কর্ম। এই জন্য দয়ালু পরমেশ্বর বেদে মাংস ভক্ষণ বা পশু হত্যার বিধি দান করেন নাই। মদ্যপানও মাংস ভক্ষণের জন্যই প্রচলিত হইয়াছে। এই জন্য ইহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে ঃ–

প্রমত্ত–আচ্ছা বলুন ত, মাংস ভক্ষণ না হয় ছাড়িলাম কিন্তু মদ্যপানে ত কোন দোষ নাই।

শান্ত—মদ্যপানেও মাংস ভক্ষণের ন্যায়ই দোষ হয়। মনুষ্য মদ্য পানের নেশায় বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া অকর্তব্য কার্য্য করে ও কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করে। তখন সে ন্যায় স্থলে অন্যায় ও অন্যায় স্থলে ন্যায়াদি বিপরীত কর্ম করে। মদ্যের উৎপত্তি বিকৃত পদার্থ হইতেই হয়। মদ্যপায়ী অবশ্যই মাংসাহারী হইয়া থাকে। যে মদ্য পান করে সে বিদ্যাদি শুভ গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া মদ্যপানের বিভিন্ন দোষে আবদ্ধ হয় এবং স্বীয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফলকে পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয় ও মনুষ্য জন্মকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। এজন্য নেশা অর্থাৎ মাদক দ্রব্যও সেবন করিবেনা। মদ্যের ন্যায় ভাং আদি পদার্থও মাদক, সুতরাং ইহাও কখনও সেবন করিবেনা। কারণ এসব পদার্থ ও বুদ্ধিকে নাশ করিয়া মনুষ্যকে প্রমাদ আলস্য ও হিংসাদিতে প্রবৃত্ত করে। এজন্য মদ্যপানের ন্যায় এ সব সর্বথা নিষিদ্ধ।

অতএব হে ধর্মপরায়ণ সজ্জনবৃন্দ। আপনারা তনু, মন ও ধন দ্বারা এই সব পশুকে কেন রক্ষা করিতেছেন না ? হায়। বড়ই দুঃখের বিষয় যখন হিংসকেরা গরু ও ছাগাদি পশুকে

এবং ময়ুরাদি পক্ষীকে হত্যা করার জন্য লইয়া যায় তখন তাহারা আমাদের ও আপনাদের দিকে তাকাইয়া রাজা ও প্রজা সকলের প্রতিই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে। তাহারা যেন বলে–"দেখ আমাদিগকে বিনাপরাধে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় কিন্তু আমরা রক্ষক ও হিংসক নির্বিশেষে সকলকেই দুগ্ধাদি অমৃত পদার্থ প্রদানের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে চাই, অন্য দ্বারা নিহত হইতে চাই না। দেখ, আমাদের সর্বস্বই পরোপকারের জন্য ন্যস্ত রহিয়াছে। এই জন্য আমরা চীৎকার করিতেছি আমাদিগকে তোমরা রক্ষা কর। আমরা তোমাদের ভাষায় আমাদের দুঃখ বুঝাইতে পারিনা এবং তোমরাও আমাদের ভাষা জান না। নতুবা আমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও হত্যা করিলে আমরা কি তোমাদের ন্যায় আমাদের ঘাতককে বিচার ব্যবস্থা দ্বারা ফাঁসী কাষ্ঠে চড়াইতাম না ? আমরা এখন খুবই বিপন্ন বিপন্ন কারণ কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত নয়। যদি কেহ উদ্যত হয়, মাংসাহারীরা তাহাদের সঙ্গেও দ্বেষ করে।" যাহা হউক তাহারা স্বার্থবশে দ্বেষ করিলেও করিতে পারে। কেননা 'স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি' যে স্বার্থ সাধনে তৎপর থাকে সে নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। তাহাদের মতে অন্যের প্রতি হইলেও তাহাদের সুখ হওয়া চাই। কিন্তু যাঁহারা পরোপকারী তাঁহারা ইহাদের রক্ষা কল্পে অত্যন্ত পুরুষকার অবলম্বন করুন যেমন আর্য্যগণ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত বেদোক্ত রীতিতে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া আসিতেছেন ভূমণ্ডলের সকল সজ্জনেরই সেইরূপ করা কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর থাকে সে নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। তাহাদের মতে অন্যের প্রতি হইলেও তাহাদের সুখ হওয়া চাই। কিন্তু যাঁহারা পরোপকারী তাঁহারা ইহাদের রক্ষা কল্পে অত্যন্ত পুরুষকার অবলম্বন করুন

যেমন আর্য্যগণ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত বেদোক্ত রীতিতে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, ভূমণ্ডলের সকল সজ্জনেরই সেইরূপ করা কর্ত্তব্য, আর্য্যাবর্ত্ত দেশবাসী আর্য্যগণই ধন্য। তাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রম অনুসারে পরোপকারেই স্বীয় তনু, মন ও ধন অর্পণ করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন। এই জন্য আর্য্যাবর্ত্তের রাজা, মহারাজা, নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ স্থানে জঙ্গল রাখিতেন যাহাতে পশু পক্ষীদের জীবনধারণ ও ঔষাধির সার দুগ্ধাদি পবিত্র পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে এবং ঐ দুগ্ধ পান করিলে আরোগ্য, বুদ্ধিবল ও পরাক্রমাদি সদ্‌গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বৃক্ষের সংখ্যা অধিক হইলে বৃষ্টি অধিক হয়। বায়ুর আর্দ্রতা ও পবিত্রতা ও অধিক হয়। পশু ও পক্ষীর সংখ্যা অধিক হইলে সার ও অধিক হয়। পরন্তু আজ কাল মনুষ্যের কর্ম্মপন্থা বিপরীত হইয়াছে। জঙ্গলকে কাটিয়া ও কাটাইয়া শেষ করা। পশুকে মারিয়া ও মারাইয়া ভক্ষণ করা এবং বিষ্ঠাদির সার জমিতে দিয়া ও দেওয়াইয়া রোগের বৃদ্ধি করা ও সংসারের অহিত করা, নিজের প্রয়োজন সাধন করা ও অন্যের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া ইত্যাদি সব কার্য্যই বিপরীত। ''বিষাদপ্যমৃতংগ্রাহ্যম্'' সৎপুরুষগণের ইহাই সিদ্ধান্ত বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করিবে। এই ভাবে গবাদি পশুর বিষবৎ ও মহারোগকারী মাংসকে পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন রোগনাশক অমৃত তুল্য দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। অতএব ইহাদের রক্ষা করিয়া সকলেরই বিষত্যাগী ও অমৃতভোজী হওয়া কর্ত্তব্য। বন্ধুগণ! শ্রবণ কর। তোমাদের তনু, মন ও ধন যদি গবাদি পশুর রক্ষার্থে নিয়োজিত না হয় তবে তাহার সার্থকতা কোথায় ? পরমাত্মার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি অখিল বিশ্ব ও সমগ্র পদার্থ

পরোপকারের জন্য রচনা করিয়াচেন। সেইরূপ তোমাদের তনু, মন ও ধন পরোপকারার্থে অর্পণ কর। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, পশুগণকে পীড়ন হইতে রক্ষা করার জন্য আইন পুস্তকে বিধানও লিপিবদ্ধ আছে—যে সব পশু দুর্বল ও রোগী তাহাদের যেন কষ্ট দেওয়া না হয় এবং তাহারা যতটা ভার বহন করিতে পারে ততটাই তাহাদের উপর দিতে হইবে।

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরা শ্রীভিক্টোরিয়া মহারাণীর ঘোষণা বাণীও সর্বজনবিদিত যে এইসব মুক পশুকে যে যে দুঃখ দেওয়া হয় তাহা আর দেওয়া হইবে না। আচ্ছা, হত্যা করা অপেক্ষা কি আর অধিক দুঃখ আছে ? কারাবাস কি ফাঁসী অপেক্ষা অধিক দুঃখকর ? যে কোন অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করা হউক— সে ফাঁসীতে চড়িলেই সুখী হইবে না কারাবাসে সুখী হইবে ? সে স্পষ্টই বলিবে—ফাঁসীতে নহে, কারাবাসে। যদি কোন মনুষ্য ভোজনার্থ উপস্থিত হয় এবং তাহার সম্মুখ হইতে ভোজ্যবস্তু অপসারিত করা হয় ও তাহাকে সেখান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয় তবে কি সে সুখী হইবে ? এইভাবে আজকাল গবাদি পশু সরকারী জঙ্গলে গিয়া তাহার ভোজ্য পদার্থ তৃণ পত্রাদি বিনা শুল্কে ভোজন করিলে বা ভোজন করিতে গেলে সেই হতভাগ্য পশুর ও তাহার প্রভুর দুর্দ্দশা ঘটে। জঙ্গলে আগুণ লাগিয়া গেলে কোন চিন্তা নাই কিন্তু ঐ সব পশু যেন সেখানে তৃণাদি ভক্ষণ করিতে না পারে। আমরা বলি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর কোন রাজা বা রাজ পুরুষের সম্মুখে স্থাপিত ভাত বা পাঁওরুটি যদি ছিনাইয়া লওয়া হয় তাঁহাকে যদি আহার করিতে না দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে দুর্দশাগ্রস্ত করা হয় তবে তিনি দুঃখ অনুভব করিতে পারিবেন কিনা ? ঠিক এইরূপই সেই সব পশু পক্ষী ও তাহাদের প্রভুর কি দুঃখানুভব হইবে না ? মনোযোগ দিয়া

শুনুন, নিজের যেমন সুখ দুঃখ হয়, অন্যেরও ঠিক সেইরূপই হয় এইরূপ বুঝিতে থাকুন। ইহাও মনে রাখিবেন, পশু, তাহাদের প্রভু, কৃষকদের পশু ও প্রজাগণের অত্যধিক পুরুষার্থ বলেই রাজার ঐশ্বর্য্য অধিক বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের হ্রাস পাইলেই রাজার ঐশ্বর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রজার যথাযথ রূপে রক্ষার জন্যই রাজা তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। রাজা ও প্রজার সুখের মূল কারণ গবাদি পশুর বিনাশ করা হউক এজন্য নহে। অতএব আজ পর্য্যন্ত যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ভবিষ্যতে চক্ষু মেলিয়া সকলের হানিকর কার্য্য করিবেন না এবং অন্যকেও করিতে দিবেন না। হ্যাঁ, আমাদের কর্ত্তব্য, আপনাদের ভালমন্দ সব কার্য্য সম্বন্ধে সচেতন করা এবং আপনাদের কর্ত্তব্য পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সকলের রক্ষা ও উন্নতির জন্য তৎপর থাকা, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদের ও আপনাদের উপর সম্পূর্ণরূপে কৃপা করুন যেন আমরা ও আপনারা বিশ্বের হানিকর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলে আনন্দে থাকি। এই সব কথা শুনিয়া ভুলিবেন না। মনে রাখিবেন এই সব অনাথ পশুদের প্রাণকে শীঘ্রই বাঁচাইতে হইবে।

হে মহারাজাধিরাজ জগদীশ্বর। যদি ইহাদিগকে কেহই না রক্ষা করে তবে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করিতে ও আমাদের দ্বারা রক্ষা করাইতে শীঘ্র উদ্যত হউন।

ইতি সমীক্ষা প্রকরণম্

উপনিয়ম

১। এই সভার নাম "গো-কৃষ্যাদি রক্ষিণী।"

উদ্দেশ্য

২। এই সভার নিয়মে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে সেই সবই এই সভার উদ্দেশ্য।

৩। যাঁহারা এই সভায় নাম লিখাইতে এবং ইহার উদ্দেশ্যের অনুকূল আচরণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই সভায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বয়স যেন ১৮ বৎসরের কম না হয়। যাঁহারা এই সভায় প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহারা "গোরক্ষক-সভাসদ" নামে অভিহিত হইবেন।

৪। যাঁহারা নাম এই সভায় সদাচারের সহিত এক বর্ষকাল থাকিবে এবং যিনি স্বীয় আয়ের শতাংশ বা তদধিক মাসিক বা বার্ষিক রূপে এই সভায় দিবেন তিনি গোরক্ষক-সভাসদ হইতে পারেন। সম্মতি দানের অধিকার কেবল গোরক্ষক-সভাসদেরই থাকিবে।

অ) গোরক্ষক সভাসদ হওয়ার জন্য গোকৃষ্যাদি রক্ষিণী সভায় একবর্ষ নাম থাকার নিয়মকে ব্যক্তি বিশেষের জন্য অন্তরঙ্গ সভা শিথিলও করিতে পারেন। এই সভায় একবর্ষ কাল থাকিয়াও গোরক্ষক-সভাসদ হওয়ার নিয়ম গোকৃষ্যাদি রক্ষিণী সভার দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কার্য্যকরী হইবে।

(ব) রাজা, সর্দ্দার ও বড় বড় সাহুকারদের পক্ষে এই সভার সভাসদ হওয়ার জন্য আয়ের শতাংশ দেওয়ার আবশ্যক নাই তাঁহারা স্বীয় উৎসাহ বা সামর্থ্যানুসারে এককালীন দান, মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা দিতে পারেন।

(জ) অন্তরঙ্গসভা বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষকে চাঁদা না দিলেও গোরক্ষক সভাসদ করিতে পারেন।

(দ) নিম্নলিখিত বিশেষ অবস্থায় যে সব সভাসদ গোরক্ষক সভাসদ হন নাই তাঁহাদেরও সম্মতি লওয়া যাইতে পারে ঃ–

(১) যখন নিয়ম সমূহে কম বেশী সংশোধন করিতে হয়।

(২) যখন বিশেষ অবস্থায় অন্তরঙ্গসভা তাঁহার সম্মতি গ্রণের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা মনে করিবেন।

(৩) যিনি এই সভার উদ্দেশ্য বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন তাঁহাকে গোরক্ষক বা সভাসদ গণ্য করা হইবে না।

(৪) গোরক্ষক সভাসদ দুই প্রকারের হইবে — এক সাধারণ, দ্বিতীয় মাননীয়। যিনি আয়ের শতাংশ মাসিক ১০ দশ টাকা বা তদধিক দিবেন বা যিনি এক কালীন ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকা দিবেন বা যাঁহাকে অন্তরঙ্গ সভা বিদ্যাদি শ্রেষ্ঠ গুণ হেতু মাননীয় মনে করিবেন, তিনি মাননীয় গোরক্ষক সভাসদ হইবেন।

(৫) এই সভা দুই প্রকারের হইবে – এক সাধারণ, দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ।

(৬) সাধারণ সভা তিন প্রকারের হইবে–১ মাসিক, ২ ষান্মাসিক ও ৩ নৈমিত্তিক।

(৭) মাসিক সভা–প্রতি মাসে একবার করিয়া বসিবে। ইহাতে সম্পূর্ণ মাসের আয় ব্যয় ও কর্ম্মকর্ত্তাদের বর্ণনযোগ্য কর্ম্মের বর্ণনা করা হইবে।

(৮) ষান্মাসিক সভা-কার্ত্তিক বৈশাখের শেষ ভাগে বসিবে। উহাতে আপ্ত পুরুষদের বাণী আলোচনা মাসিক সভার প্রত্যেক প্রকারের কার্য্য আলোচনা এবং আয় ব্যয় বুঝিয়া লওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

(৯) নৈমিত্তিক সভা-মন্ত্রী প্রধান ও অন্তরঙ্গ সভা যখনই আবশ্যক মনে করিবেন তখনই এই সভা বসিবে এবং উহাতে কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনা হইবে।

(১০) প্রতিনিধি সভাসদ স্ব স্ব মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং তাঁহাদের মণ্ডলী তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিবেন। যখন ইচ্ছা মণ্ডলী স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। প্রতিনিধি সভাসদ্গমের বিশেষ কার্য্য এইরূপ হইবে ঃ–

অ) স্ব স্ব মণ্ডলীর সম্মতির সহিত নিজের পরিচিত রাখা।

(ব) অন্তরঙ্গ সভার প্রকাশযোগ্য কার্য্যাবলী স্ব স্ব মণ্ডলীকে জানাইয়া দেওয়া।

(জ) স্ব স্ব মণ্ডলী হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কোষাধ্যক্ষের নিকট দেওয়া।

(১২) প্রতিষ্ঠিত সভাসদ্ বিশেষ বিশেষ গুণহেতু প্রায়ই বার্ষিক, নৈমিত্তিক ও সাধারণ সভায় নিযুক্ত হইবেন। অন্তরঙ্গ সভায় প্রতিষ্ঠিত সভাসদের সংখ্যা যেন এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয়।

(১৩) প্রতি বৈশাখ মাসের সভায় অন্তরঙ্গ সভার প্রতিষ্ঠিত অধিকারী বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় নিযুক্ত হইবেন। কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠিত-সভাসদ্ ও অধিকারী পুনর্বার নিযুক্ত হইতে পারেন।

(১৪) বর্ষের প্রারম্ভে কোন প্রতিষ্ঠিত সভাসদ ও অধিকারীর স্থান শূন্য হইলে অন্তরঙ্গ সভা নিজেই অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

(১৫) অন্তরঙ্গ সভা কার্য্য সঞ্চালনের জন্য আবশ্যকীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন কিন্তু তাহা নিয়ম ও উপনিয়ম সমূহের বিরোধী হইতে পারিবে না।

(১৬) অন্তরঙ্গ সভা কোন কার্য্য বিশেষের জন্য বা উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অন্তর্ভুক্ত সভাসদ বা বিশেষ গুণের অধিকারী অন্য সভাসদ্দিগকে লইয়া উপসভা গঠন করিতে পারেন।

(১৭) অন্তরঙ্গ সভার কোন সভাসদ্ কোন বিষয় সভায় জানাইতে চাহিলে এক সপ্তাহ পূর্বে মন্ত্রীকে জানাইবেন। তাঁহাকে প্রধানের আজ্ঞানুসারে এবং যে বিষয় নিবেদন করিতে অন্তরঙ্গ সভার পাঁচ জন সভাসদ্ সম্মতি দান করিবেন তাহা অবশ্যই নিবেদন করিতে হইবে।

(১৮) দুই সপ্তাহ পরে পরে অন্তরঙ্গ সভার বৈঠক অবশ্যই বসিবে এবং মন্ত্রী ও প্রধানের আজ্ঞানুসারে বা অন্তরঙ্গ সভার পাঁচ জন সভাসদ্ মন্ত্রীকে পত্র লিখিলেও বৈঠক বসিতে পারে।

(১৯) অধিকারী ছয় প্রকারের হইবে—১-প্রধান, ২-উপপ্রধান, ৩- মন্ত্রী, ৪- উপমন্ত্রী, ৫-কোষাধ্যক্ষ, ৬-পুস্তকাধ্যক্ষ।

মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ ও পুস্তকাধ্যক্ষ পদের জন্য আবশ্যক বোধে একাধিক অধিকারীও নিযুক্ত হইতে পারেন এবং কোন পদে একাধিক অধিকারী নিযুক্ত হইলে অন্তরঙ্গ সভা তাঁহাদের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিবেন।

প্রধান

(২০) প্রধানের অধিকার ও কার্য্য নিম্নলিখিত প্রকার হইবে–

১) প্রধানকে অন্তরঙ্গ সভা ও অন্যান্য সব সভার সভাপতি বুঝিতে হইবে।

২) সর্বদা সভার সব কার্য্যের যথাবিধি ব্যবস্থা, সর্বদা উন্নতি ও রক্ষা কার্য্যে তৎপর থাকিবেন। সভার প্রত্যেকটি কার্য্য দেখিতে হইবে উহা নিয়মানুসারে করা হইতেছে কিনা এবং তিনি নিজেও নিয়মানুসারে চলিবেন।

৩) যদি কোন বিষয় কঠিন ও আবশ্যক প্রতীত হয় তবে তাহার ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। উক্ত কার্য্যের হানি ঘটিলে তাঁহাকে উত্তর দিতে হইবে।

৪) অন্তরঙ্গ সভা যে সব উপসভা গঠন করিবেন প্রধানত্ব হেতু তাহার সভাসদ্ হইতে পারেন।

উপপ্রধান

(২১) ইহাকে এই সব কার্য্য করিতে হইবে – প্রধানের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। যদি দুই বা ততোধিক উপপ্রধান থাকেন তবে সভার সম্মতি অনুসারে তাঁহাদের মধ্য হইতে যে কোন একজনকে প্রতিনিধি করা হইবে কিন্তু সভার সব কার্য্যে প্রধানকে সহায়তা করাই তাঁহার মুখ্য কার্য্য।

মন্ত্রী

(২২) মন্ত্রীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকার ও কার্য্য হইবে ঃ–

১) অন্তরঙ্গ সভার পক্ষ হইতে সকলের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

২) সভার বিবরণ লিখিতে হইবে এবং দ্বিতীয় সভার অধিবেশনের পুর্বেই পূর্ববৃত্তান্ত খাতায় লিখিতে বা লিখাইতে হইবে।

৩) মাসিক অন্তরঙ্গ সভাতে যে সব গোরক্ষক বা গোরক্ষক-সভাসদ্ পূর্ব মাসিক সভার পূর্বে সভায় প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহাদের নাম শুনাইতে হইবে।

৪) সাধারণ ভাবে ভৃত্যদের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সভার নিয়ম, উপনিয়ম ও ব্যবস্থাদির রক্ষা বিষযে মনোযোগী থাকিতে হইবে।

৫) প্রত্যেক গোরক্ষক-সভাসদ্ যেন কোন না কোন মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং প্রত্যেক মণ্ডলী যেন নিজেদের পক্ষ হইতে অন্তরঙ্গ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন ও বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬) পুর্বে বিজ্ঞাপন অনুসারে যাঁহারা উপস্থিত হইবেন সেই সব মান্য ব্যক্তিকে সাদরে আসন দিয়া বসাইতে হইবে।

৭) প্রত্যেক সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে ও শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে।

কোষাধ্যক্ষ

(২৩) কোষাধ্যক্ষের জন্য নিম্নলিখিত অধিকার ও কার্য্য থাকিবে ঃ–

১) সভার আয়ের ধনরাশি গ্রহণ করিতে হইবে, রসিদ দিতে হইবে এবং ধন সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

২) অন্তরঙ্গ সভার আদেশ ছাড়া কাহাকেও টাকা পয়সা দিবেন না এবং মন্ত্রী ও প্রধানকেও ততটা পরিমাণে টাকা পয়সা দিবেন যতটা অন্তরঙ্গ সভা তাঁহাদের জন্য নিয়ম করিয়াছেন। ইহার বেশী দিবেন না। এই সব টাকা পয়সার যথোচিত ব্যয়ের জন্য যাঁহার দ্বারা উহার ব্যয় হইবে সেই অধিকারীই উত্তরদায়ী হইবেন।

৩) সব টাকা পয়সা ব্যয় সম্বন্ধে যথারীতি খাতা রাখিতে হইবে এবং প্রতিমাসে অন্তরঙ্গ সভায় উক্ত খাতা সমেত হিসাব পরীক্ষার জন্য ও স্বীকার করার জন্য নিবেদন করিতে হইবে।

পুস্তকাধ্যক্ষ

(২৪) পুস্তকাধ্যক্ষের অধিকার ও কার্য্য এইরূপ হইবে ঃ–

১) পুস্তকালয়ে সভার স্থায়ী পুস্তক ও বিক্রয়ের পুস্তক যাহা থাকিবে সে সব রক্ষা করিতে হইবে। পুস্তকালয় সম্বন্ধীয় হিসাবে এবং পুস্তক নাওয়ার ও দেওয়ার কার্য্যও করিতে হইবে।

বিবিধ নিয়ম

(২৫) গোরক্ষক-সভাসদ্‌দের সম্মতি নিম্নলিখিত অবস্থায় গ্রহণ করিতে হইবে ঃ–

১) অন্তরঙ্গ সভা এই নিয়ম করিবে–কোন সাধারণ সভার সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত মনে করা হইবে না, গোরক্ষক সভাসদ্দের সম্মতিও জানিতে হইবে।

২) গোরক্ষক সভাসদ্দের এক পঞ্চমাংশ বা ততোধিক অংশ এজন্য মন্ত্রীর নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইবেন।

৩) যখন ব্যয় সম্বন্ধে, কার্য্য সঞ্চালন সম্বন্ধে, নিয়ম বা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুবিধ মুখ্য বিষয় আলোচনা করিতে হইবে এবং যখন অন্তরঙ্গ সভা সব গোরক্ষক সভাসদের সম্মতি জানিতে ইচ্ছা করিবেন তখনই এইরূপ করিতে হইবে।

(২৬) কোন সভায় অল্প সময়ের জন্য কোন অধিকারী উপস্থিত না হইলে সেই সময় পর্য্যন্ত কোন যোগ্য পুরুষকে অন্তরঙ্গ সভা নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২৭) যদি কোন অধিকারীর স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভায় অন্য কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না হন তবে যে পর্য্যন্ত তাঁদের স্থানে কেহ নিযুক্ত না হন সে পর্য্যন্ত সেই অধিকারীই নিজের কাজ করিতে থাকিবেন।

(২৮) সব সভা ও উপসভার বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইবে। সব গোরক্ষক সভাসদ তাহা দেখিতে পারেন।

(২৯) সভাসদদের ন্যূনকল্পে এক তৃতীয়াংশ উপস্থিত হইলেই সব সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

(৩০) বহু মতানুসারেই সভ্য ও উপসভার সব কার্য্য নিশ্চিত হইবে।

(৩১) আয়ের দশাংশ মণ্ডলীর জন্য রক্ষিত থাকিবে।

(৩২) সব গোরক্ষক ও গোরক্ষক সভাসদ্‌কে এই সভার উপযোগী বেদাদিবিদ্যা জানিতে ও জানাইতে হইবে।

(৩৩) সব গোরক্ষক ও গোরক্ষক সভাসদ্ লাভ ও আনন্দের সময় সভার উন্নতি কল্পে উদারতা ও পূর্ণ প্রেমদৃষ্টি রাখিবেন।

(৩৪) সব গোরক্ষক ও গোরক্ষক সভাসদ্ শোক ও দুঃখের সময় পরস্পরকে সাহায্য করিবেন ও আনন্দোৎসবে নিমন্ত্রিত হইলে সহায়ক হইবেন। উচ্চনীচ ভেদভাব রাখিবেন না।

(৩৫) কোন গোরক্ষক ভ্রাতা কোন কারণে অনাথ হইলে কাহারও স্ত্রী বিধবা হইলে, সন্তান অনাথ হইলে বা তাঁহার জীবিকার কোন ব্যবস্থা না হইলে যদি গোকৃষ্যাদিরক্ষিণী সভা তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন তবে এই সভা তাঁহার রক্ষাকল্পে যথাশক্তি যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

(৩৬) যদি গোরক্ষক সভাসদের কাহারও মধ্যে পরস্পর কলহ হয় তবে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে তাহা মিটাইযা ফেলিবেন অথবা গোরক্ষক সভাসদের ন্যায় উপসভা দ্বারা তাহার বিচার করাইয়া লইবেন। অসম্ভব অবস্থায় বিচারালয় দ্বারা বিচার করাইয়া লইবেন।

(৩৭) এই গোকৃষ্যাদিরক্ষিণী সভার কার্য্যে যাহা কিছু লাভ হইবে তাহা সর্বহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এই মহাধন তুচ্ছ কার্য্যে ব্যয় করা হইবে না। এই গোকৃষ্যাদি রক্ষার ধনকে যে অপহরণ করিবে সে গোহত্যার পাপের ভাগী হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে সে অবশ্যই মহাদুঃখ ভোগ করিবে।

(৩৮) সম্প্রতি এই সভার গবাদি পশু ক্রয়ে ও তাহার পালন কার্য্যে, জঙ্গল ও তৃণ ক্রয়ে ও তাহার রক্ষা কার্য্যে, ভৃত্য বা কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিতে, জলাশয়, দীঘি, কূপ, পুষ্করিণীর জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সভার অবস্থার অধিক উন্নতি হইলে সর্বহিতকর কার্য্য ও ব্যয় করা যাইতে পারে।

(৩৯) এই গোরক্ষক ধন রাশির উপর স্বার্থ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার ক্ষতি করার বিষয় কোন ব্যক্তি যেন মনেও চিন্তা না করেন বরং এই কার্য্যের উন্নতি কল্পে, মন ও ধন দ্বারা পরম যত্ন করিবেন।

(৪০) এই সভার সব সভাসদকে ইহা অবশ্যই জানিতে হইবে যে গবাদি পশুকে রক্ষা করিলে যখন ইহার সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইবে তখন কৃষি কর্মাদি ও দুগ্ধ ঘৃতাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা দ্বারা মনুষ্যের বিবিধ সুখ লাভ অবশ্যই হইবে। ইহা দ্বারা সকলের হিতসাধন করা সম্ভব নহে।

(৪১) মনে রাখিবেন, পুর্বোক্ত রীতিতে একটি গরুকে রক্ষা করিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার হয় ও তাহাদের হত্যা করিলে তদনুরূপ ক্ষতি হয়। এইরূপ নিকৃষ্ট কর্মকে আপ্ত বিদ্বান্ কখনও ভাল মনে করেন না।

(৪২) এই সভার অধীনে যে পশু প্রসব করিবে তাহার দুগ্ধ এক মাস পর্যন্ত তাহার বৎস দ্বারা পান করাইবে এবং দুগ্ধ বেশী উদ্বৃত হইলে তাহা অন্নের সঙ্গে সেই পশুকে খাওয়াইয়া দিবে। দ্বিতীয় মাসে তিন ভাগ দুগ্ধ বৎসকে দিয়া এক ভাগ লইতে হইবে এবং তৃতীয় মাসের প্রারম্ভ হইতে যতদিন গরু দুগ্ধ দিতে থাকিবে ততদিন অর্দ্ধেক দুগ্ধ বৎসকে দিতে থাকিবে।

(৪৩) সব সভাসদ্ এইরূপ নিয়ম রাখিয়া যখনই কাহাকে কোন নিজস্ব পশু দিবেন তখনই আইন অনুসারে লিখিয়া দিবেন যে যখন সেই পশু অসমর্থ হইবে ও কার্য্যের অনুপযোগী হইবে কিংবা তাহার পালনের সামর্থ্য না থাকিবে তখন সেই পশু যেন অন্যকে না দিতে পারে বরং পুনরায় তাহা সভাকে প্রত্যার্পণ করে।

(৪৪) ইহা এই সভার অন্তরঙ্গ সভার পক্ষে কর্ত্তব্য ও অত্যাবশ্যক যে উক্ত প্রকারে অপ্রাপ্ত পশুর প্রাপ্তি, প্রাপ্ত পশুর রক্ষা, রক্ষিত পশুর বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত পশু হইতে নিয়মানুসারে ও সৃষ্টিক্রমের অনুকূলে উপকার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে সর্বদা নিজের অধিকারে রাখিবে অন্য কাহাকেও স্বাধিকার কখনও দিবে না।

(৪৫) এই কার্য্য খুবই হিতকর সুতরাং ইহার অনুষ্ঠাতা ইহলোকে ও পরলোকে স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণ সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

(৪৬) কোন মনুষ্যই এই সভার পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন না করিলে সুখ লাভ করিতে পারে না।

(৪৭) সৃষ্টিতে কি এমন মনুষ্য ও আছে যে অপর প্রাণীর সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখবৎ নিজের আত্মায় অনুভব করিতে পারে না ?

(৪৮) এই সব নিয়ম ও উপনিয়মকে যথা সময়ে বা প্রতি বর্ষে যথোচিত বিজ্ঞাপন দিয়া শোধন বা হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ধেনুঃ পরা দয়াপুর্বা য়স্যানন্দাদ্বিরাজতে।
আখ্যায়ং নিম্মিতস্তেন গ্রন্থো গোকরুণানিধিঃ।।১।।
মুনি রামাঙ্ক চন্দ্রেহব্দে তপস্যাসিতে দলে।
দশম্যাং গুরুবারেহলঙ্ক তোহয়ং কামধেনুপঃ।।২।।

ইতি গোকরুণানিধি।

এই সভার নিয়ম

১। সমগ্র বিশ্বকে বিবিধ সুখ দান করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাহারও ক্ষতি করা অভিপ্রায় নহে।

২। যে যে পদার্থ সৃষ্টিক্রমের অনুকূলে যে যে ভাবে উপকারে লাগিতে পারে সেই সেই পদার্থ হইতে যথাযোগ্য সর্বহিত সিদ্ধ করা এই সভার পরম পুরুষার্থ।

৩। যে যে কর্ম হইতে ক্ষতি অধিক ও লাভ কম হয় সেই সেই কর্মকে সভা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে না।

৪। যে যে মনুষ্য এই পরম হিতকারী কার্য্যে তনু, মন ও ধন দ্বারা প্রযত্ন ও সহায়তা করিবেন সেই সেই মনুষ্য এই সভায় প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন।

৫। যে হেতু এই কার্য্য সর্বহিতকর অতএব এই ভূমণ্ডলের মনুষ্য জাতি মাত্রের নিকট হইতেই সহায়তা লাভের পূর্ণ আশা রাখে।

৬। দেশ দেশান্তরে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে যে সব সভার উদ্দেশ্য পরোপকার সাধন করা, সেই সেই সভ্যকেও এই সভার সহায়কারিণী মনে করা যাইতেছে।

৭। রাজনীতির বিরুদ্ধে বা প্রচার অভীষ্টের বিরুদ্ধে যে সব ব্যক্তি স্বার্থপর, ক্রোধী ও অবিদ্যাদি দোষে প্রমত্ত হইয়া রাজা ও প্রজার অনিষ্ট সাধন করিবে সেই সব ব্যক্তিকে এই সভার সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে করা হইবে না।